দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 19 JUL 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

005

শিক্ষাঙ্গন

আমাদের শিক্ষানীতি

সেদিন খবরের কাগজ খুলতেই চোখে পড়লো, চন্দ্রগঞ্জ এইচ এস সি পরীক্ষা কেন্দ্রে অসদুপায় অবলম্বনের অভিযোগে একদিনেই ১৪৫ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। বিভিন্ন পরীক্ষায় নকল বা অসদুপায় অবলম্বন একটা স্বাভাবিক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে বিগত ১৫ বছর ধরে। পরীক্ষার হলে নকলের কপি সরবরাহ, নকল করে বা অবৈধভাবে উত্তরপত্র লেখা মনে হয় পরীক্ষার্থীদের ন্যায্য অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি পেতে বেশী বাকী নেই। অন্যদিকে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের বিরুদ্ধে সরকার কঠোরভাবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে তৎপর এবং বদ্ধ পরিকার। এ প্রেক্ষিতে ১৯৮০ সালেই সরকার কঠোর আইন প্রণয়ন করেছেন।

পরীক্ষার্থীরা কেন অসদুপায় অবলম্বন করছে তার সঠিক কারণ বের না করে সমাধান ও প্রতিকার করা সম্ভব হবে না।

মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর বিষয়সমূহ ও পাঠ্যসূচীর প্রতি একটু নজর দিলেই দেখা যায় যে, প্রচুর সংখ্যক পাঠ্য পুস্তক ও সহায়ক বই-পত্রের ব্যবস্থা রয়েছে। মজার ব্যাপার যে, সিলেবাসে পাঠ্যবইয়ের সমাবেশ থাকলেও বাজারে বা বইবিপণীতে সময়মত তা পাওয়া যায় না। শিক্ষা বছরের শেষভাগে এসব বই প্রকাশিত হয়। তাছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক থাকে না বিধায় নিয়মিতভাবে ক্লাস নেয়া যায় না। বর্তমান শিক্ষাবছরের ৬ মাস অতিবাহিত হলেও অনেক পাঠ্যপুস্তক বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না। নবম শ্রেণীর সিলেবাসও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অদ্যাবধি পৌছেনি। এটাকি শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যর্থতা নয়?

অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, এদেশে সরকার পরিবর্তনের সাথে নতুন সরকার শিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজাবার লক্ষ্যে নতুনভাবে শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্যে শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর কাঙ্ক্ষিত শিক্ষানীতি প্রণীত হলেও নানা কারণে তা ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের নিকট গ্রহণযোগ্য হয় না বলে এটা বাতিলের জন্যে আন্দোলনের পথ বেছে নেয়া হয়। এটা আমাদের জন্যে দুঃখজনক। তাছাড়া, দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও শিক্ষাঙ্গনে অব্যবস্থার জন্যে ছাত্রদের লেখাপড়ার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে উঠে না। অথচ একটা সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাঠক্রমানুযায়ী বই পড়া শেষ করে তাদের পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হয়। বলা বাহুল্য, প্রকৃত জ্ঞনার্জন ও পাঠ্য বিষয় বুঝবারও দরকার নেই, শুধুমাত্র পরীক্ষা পাসের জন্যে প্রয়োজনীয় বিদ্যা অর্জনের ব্যবস্থাটুকুই যথেষ্ট। শিক্ষাবোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহীত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীদের সকলেই পাস করতে পারে না। প্রকৃত পক্ষে অধিকাংশ পরীক্ষার্থী অকৃতকার্য হয়ে থাকে। কিন্তু কেন এমন হচ্ছে তা ভেবে দেখার প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে একজন ফেলকরা ছাত্রকে প্রশ্ন করে জানতে পেরেছি— লেখাপড়ার প্রতি তার মোটেই আগ্রহ নেই। স্কুলে সকাল দশটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত একঘেয়ে পড়া, লাগামহীন সিলেবাস ও অহেতুক বইপত্রের বোঝা শিক্ষার্থীদের বিরক্তির কারণ বলে সে জানায়।

পল্লীগ্রামের একজন মেধাবী ছাত্রকে জিজ্ঞেস করে জেনেছি যে, বিজ্ঞান বিভাগে পড়ার সুবিধার্থে পর্যাপ্ত শিক্ষাপোকরণ ও যন্ত্রপাতি না থাকায় বহু আগ্রহী ছাত্রকে তার আগ্রহের বিরুদ্ধে মানবিক বিভাগে পড়তে হয়। একথা সত্য যে, এদেশে এমন কোন ব্যবস্থা নেই যার সাহায্যে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের পছন্দ ও ইচ্ছানুযায়ী যে কোন বিষয় নিয়ে পড়তে পারে। শিক্ষাবোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিধি অনুযায়ী কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও কৃষি, ইত্যাদি বিভাগের মাধ্যমে পড়তে হবে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত অধিকাংশ স্কুল ও কলেজেই বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও কৃষি বিষয়ে হাতে-কলমে শিক্ষাদানের জন্যে উপযুক্ত শিক্ষক ও শিক্ষাপোকরণ নেই। তাছাড়া, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেকস্ট বুক বোর্ড কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত বইগুলো কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের বয়স ও রুচির সম্পূর্ণ পরিপন্থি। এসব বই যারা লেখেন বা সম্পাদনার দায়িত্বে থাকেন তাঁদের নাকি লক্ষ্য থাকে বোর্ড প্রদত্ত মোটা অংকের সম্মানীর প্রতি। এতে শিক্ষানীতির আলাকে পাঠ্যপুস্তকে ছাত্রদের রুচি ও সামর্থ্য অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে না। শিক্ষার উপযুক্ত ও যথাযোগ্য পরিবেশ গড়ে তুলতে সরকারের আন্তরিক সদিচ্ছা থাকলে যুগপোযোগী বৈজ্ঞানিক শিক্ষানীতি প্রণয়নের ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দেশের শিক্ষাঙ্গনে বিরাজমান অবস্থা ও পরিবেশের আলোকে বর্তমান শিক্ষা প্রশাসনিক মাপকাঠি থেকে ভিন্নভাবে দৃষ্টি দিতে হবে। তাহলেই এ দেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে সুস্থ, সুন্দর, সুষ্ঠু, একটি মনোরম এবং গ্রহণযোগ্য গণমুখী শিক্ষা জীবনের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হবে।

এম, জি, মাহ্‌ফুজ